Public Safety (Special Provision) Act

Following is the full text of the Public Safety (Special Provision) Act in Bangla. The official English version of the Act was not available. We regret the inconvenience it may cause to our non-Bengali readers.

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩রা ফাল্গুন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

এস আর ও নং ৪৯-আইন/২০০০— জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ১(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে নির্ধারণ করিল যে, ৩রা ফাল্গুন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ বলবৎ হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম রেজা
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০০০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০/২রা ফাল্গুন, ১৪০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০ (২রা ফাল্গুন, ১৪০৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০০০ সনের ৭নং আইন

জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কতিপয় অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান-সম্বলিত আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কতিপয় অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান-সম্বলিত আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**— (১) এই আইন জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

(৩) এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ এই আইন প্রবর্তন-তারিখের পূর্বে সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহার ক্ষেত্রে, এই আইন প্রযোজ্য হইবে না, বরং প্রবর্তন-পূর্ব উক্ত অপরাধের তদন্ত, বিচার ও অন্যান্য কার্যক্রম এইরূপে অনুষ্ঠিত হইবে যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে —

(ক) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(খ) "আপীল আদালত" অর্থ হাইকোর্ট বিভাগ;

(গ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল;

(ঘ) "নারী" অর্থ যে কোন বয়সের নারী;

(ঙ) "পাবলিক প্রসিকিউটর" অর্থ ধারা ২১ (৩) এ উল্লিখিত পাবলিক প্রসিকিউটর;

(চ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ছ) "শিশু" অর্থ অনধিক ১৬ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি;

(জ) "মুক্তিপণ" অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **ছিনতাইয়ের শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর বেআইনী বলপ্রয়োগ করিয়া বা তাহাকে যে কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ, অলংকার বা অন্য কোন বস্তু বা কোন মূল্যবান দলিল ছিনাইয়া নেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির এই কাজ হইবে ছিনতাই এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। **চাঁদাবাজির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বলপ্রয়োগ বা যে কোন প্রকারের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া —

(ক) অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা বা সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল বা অবৈধ সুবিধা আদায় করেন; বা

(খ) তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপর বেআইনী বলপ্রয়োগ করিয়া বা যে কোন প্রকারের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া উক্ত অন্য ব্যক্তি বা তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কাহাকেও চাঁদা বা সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল বা অবৈধ সুবিধা প্রদানে বা হস্তান্তরে বাধ্য করেন;

তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির এই কাজ হইবে চাঁদাবাজি এবং তজ্জন্য তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৬। **দরপত্র, ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপের শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বলপ্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দরপত্র আহ্বান, দাখিল, গ্রহণ, দাখিলকৃত দরপত্রের প্রেক্ষিতে কোন কাজের মূল্য নির্ধারণের জন্য আলোচনা, কার্যাদেশ প্রদান, বা তৎসংক্রান্ত কোন কাজে হস্তক্ষেপ বা চাপ প্রয়োগ বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন বা দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণে বা গৃহীত দরপত্র বাতিলকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন বা উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কার্যাদেশ হাসিল করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। **পাড়ী ভাংচুর, সম্পদের ক্ষতিসাধন, ইত্যাদির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বলপ্রয়োগ করিয়া —

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যানবাহন ভাংচুর বা উহার ক্ষতিসাধন করেন; বা

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, অথবা আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান, অথবা কোন কোম্পানী বা ফার্ম বা যে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, অথবা কোন দূতাবাস বা কোন বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ভাংচুর বা বিনষ্ট করেন;

তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ইত্যাদির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বলপ্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থলপথ, জলপথ বা রেলপথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা এইরূপ কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহার সাধারণ পথ পরিবর্তন করেন বা পরিবর্তনে উক্ত চালককে বাধ্য করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **মুক্তিপণ দাবী, আদায়, ইত্যাদির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশু ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে আটক বা অপহরণ করেন বা উক্ত অন্য ব্যক্তিকে বা তৃতীয় ব্যক্তিকে আটক বা অপহরণের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন, বা উক্তরূপ আটক বা অপহরণের পর কাহারও নিকট হইতে মুক্তিপণ দাবী করেন বা আদায় করেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে —

(ক) "অপহরণ" অর্থ কোন ব্যক্তির উপর বেআইনী বলপ্রয়োগ বা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা তাহাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা প্রথমোক্ত ব্যক্তির বা তিনি যাহার তত্ত্বাবধানে আছেন তাহার অজ্ঞানতা বা বোধশক্তিহীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য করা বা নিয়া যাওয়া; এবং

(খ) "আটক" অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার বোধশক্তিহীনতা বা অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়া আটকাইয়া রাখা।

১০। **ত্রাস সৃষ্টির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি আকস্মিক বা পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশেপাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে বা হাটে-বাজারে, বাড়ীতে, দোকানে বা অন্য কোন স্থানে আগুন ধরাইয়া দেন বা বোমাবাজি বা বেআইনী শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন বা বেআইনীভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আশেপাশের জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করেন বা তাঁহাদের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যকলাপের বিঘ্ন ঘটান বা জনপথে চলাচলের ব্যাঘাত ঘটান, তাহা হইলে অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। **মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে কোন মামলা বা অভিযোগের জন্য কোন ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই বলিয়া জানিয়াও এই আইনের অধীন কোন মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

১২। **অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি।**— যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেন এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়, বা যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন, বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে অপরাধটি সংঘটনের জন্য এই আইনে যে দণ্ড নির্ধারিত আছে সেই একই দণ্ডে উক্ত প্ররোচনাকারী বা প্রচেষ্টাকারী বা সহায়তাকারী দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। **অপরাধের তদন্ত।**— (১) এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত অপরাধটি সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি, বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া, ট্রাইব্যুনালকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা অনধিক ১৫ দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হয় বা সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্তির নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্দেশিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী —

(ক) অন্য কোন কর্মকর্তার দ্বারা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদন্ত সমাপ্ত করিবার জন্য অনধিক ১৫ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে ; এবং

(খ) প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতার বিষয়টি অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর পাবলিক প্রসিকিউটর বা ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষের আবেদনক্রমে যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

(৫) যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে ইচ্ছাকৃত গাফলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে উক্তরূপ কোন কার্য বা অবহেলা প্রতীয়মান হইলে তাহার উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা ক্ষেত্রমত অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করিতে পারিবে।

১৪। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা।**— (১) এই আইনে বর্ণিত সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা ঘটনাস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি, অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক, এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন মেট্রোপলিটন বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) কোন অপরাধের বিচার শুরু হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য।**— এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ —

(ক) সংঘটনের সময় কোন পুলিশ সদস্য বা আইন প্রয়োগকারী অন্য কোন সংস্থার সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি ভিডিও ক্যামেরা বা অন্য কোন ক্যামেরা ব্যবহার করিয়া উক্ত অপরাধ সংক্রান্ত কোন ঘটনার চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র ধারন করিলে ; এবং

(খ) সংঘটন বা উহার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহায়তা করার সূত্রে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা কোন ব্যক্তি অডিও যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধারন করিলে ;

উক্ত চিত্র বা কথাবার্তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৬। **জামিন সংক্রান্ত বিধান।**— (১) এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে, এই ধারা এবং ১৮ ধারার (৫) ও (৭) উপ-ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত বা অন্য কোন আদালত জামিনে মুক্তির আদেশ দিবে না।

(২) ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন আসামীর জামিন মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৩) এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে কোন ব্যক্তি ২ বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে এবং উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হইলে আপীল আদালত বা অন্য কোন আদালত আপীলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিবে না।

(৪) কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত আপীল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারিবে।

(৫) রাষ্ট্রকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত কোন জামিন মঞ্জুর করিবে না।

১৭। **আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।**— (১) তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, যদি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এতদ্বিষয়ে, পুলিশ কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিবেদন বা অন্য কোন তথ্য বা আবেদনের ভিত্তিতে, সন্তুষ্ট হন যে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোন আসামীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ইস্যু করা সত্ত্বেও উক্ত আসামী পলাতক রহিয়াছেন বা গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টায় আত্মগোপন রহিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তথ্য বা আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট —

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ এর অধীনে এই মর্মে একটি আদেশ জারী করিবেন যে উক্ত আদেশ জারীর অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হইবেন অন্যথায় তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার হইবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীনে আদেশ জারীর সময়ই ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৮ ধারার অধীনে একটি আদেশ জারী করিয়া আদেশটি উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি —

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনে জারীকৃত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পলাতক আসামী হাজির হন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে হাজতে প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত উপ-ধারার দফা (খ) এর অধীনে জারীকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়, তবে উক্ত প্রতিবেদনসহ এবং এইরূপ প্রতিবেদন পাওয়া না গেলে তৎসম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট নথিটি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নথি প্রাপ্তির পর, যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, —

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং

(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ১৫ দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে

Continued on Page 9